بسم الله الرحمن الرحيم

যুক্তরাজ্যের (টিলফোর্ড, সারেস্থ) ইসলামাবাদের মুবারক মসজিদে প্রদত্ত সৈয়্যদনা আমীরুল মু'মিনীন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.)-এর ১৯ জুন, ২০২৬ মোতাবেক ১৯ এহসান, ১৪০৫ হিজরী শামসীর জুমুআর খুতবা

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

মহানবী (সা.)-এর দানশীলতা ও বদান্যতা প্রসঙ্গে কিছু রেওয়ায়েত উপস্থাপন করব। একটি রেওয়ায়েতে বর্ণিত হয়েছে, হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রা.) বলেন, একদা আনসারের মধ্য থেকে কিছু লোক মহানবী (সা.)-এর কাছে (কিছু) চাইলেন। তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন। তারা আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলেন, আর তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন। এরপর তারা আবারও তাঁর কাছে কিছু চাইলেন, আর তিনি (সা.) তাদেরকে দিলেন, এমনকি তাঁর কাছে যা ছিল তা সব শেষ হয়ে গেল। তিনি (সা.) বললেন, আমার কাছে যে সম্পদই থাকুক না কেন, আমি তা তোমাদের কাছ থেকে কখনোই লুকিয়ে রাখব না। আর যে ব্যক্তি অন্যের কাছে চাওয়া থেকে বিরত থাকবে, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে রক্ষা করবেন; *অর্থাৎ, একইসাথে চাইবার বিষয়ে নসীহতও করলেন;* আর যে ব্যক্তি পার্থিব সম্পদের প্রতি অমুখাপেক্ষী হতে চাইবে, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে অমুখাপেক্ষী করে দেবেন। আর যে ব্যক্তি নিজের প্রবৃত্তির ওপর জোর দিয়ে ধৈর্যধারণ করবে, আল্লাহ্ তা'লাও তাকে ধৈর্যধারণের ক্ষমতা দান করবেন। আর ধৈর্যের চেয়ে বড়ো ও উত্তম কোনো নিয়ামত কাউকে দেওয়া হয় নি। *কখনো কখনো বিভিন্ন সমস্যায়, কষ্টে ও প্রয়োজনে ধৈর্যধারণ করাও আবশ্যক হয়। আল্লাহ্ তা'লা এর পুরস্কার প্রদান করেন।*

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, আমরা মহানবী (সা.)-এর সাথে এক সফরে ছিলাম এবং আমি একটি অবাধ্য ও শক্তিশালী তাগড়া উটের পিঠে আরোহণ করেছিলাম যা আমার পিতা হযরত উমর (রা.)-র ছিল। সেটি আমাকে অসহায় করে তুলছিল এবং অন্যদের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল। হযরত উমর (রা.) সেটিকে ধমক দিচ্ছিলেন, *অর্থাৎ উটটির সাথে কঠোরতা করছিলেন, সেটিকে থামাচ্ছিলেন, ডাকছিলেন এবং পেছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন; হয়ত মারছিলেন বা কোনোভাবে ভয় দেখাচ্ছিলেন। যাহোক, উট চালনার যে পদ্ধতিই রয়েছে, সে অনুযায়ী তিনি সেটিকে নির্দেশ দিচ্ছিলেন এবং উটটি পেছনে সরে যাচ্ছিল।* এরপর সেটি আবার লোকদের বাহনের চেয়ে এগিয়ে যাচ্ছিল এবং হযরত উমর (রা.) আবার সেটিকে ধমক দিয়ে পেছনে সরিয়ে দিচ্ছিলেন; তিনি এরূপ করছিলেন মহানবী (সা.)-এর সম্মানের খাতিরে যেন মহানবী (সা.)-এর আগে কোনো বাহন বা আরোহী এগিয়ে না যায়। *হযরত উমর (রা.)-র পক্ষে এটি সহ্য করা সম্ভব ছিল না যে, কোনো বাহন মহানবী (সা.)-এর বাহনকে অতিক্রম করে যাবে।* এটি দেখে মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-কে বলেন, আমার কাছ থেকে মূল্য নিয়ে এই উটটি আমাকে বিক্রি করে দাও। তিনি (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! এটি তো আপনারই। মহানবী (সা.) বলেন, এটি আমার কাছে বিক্রি করে দাও। সুতরাং তিনি তা মহানবী (সা.)-এর কাছে বিক্রি করে দেন। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, আব্দুল্লাহ্ বিন উমর! এই উটটি এখন তোমার, এটি দিয়ে তুমি যা ইচ্ছা করতে পারো। *উপহার দেবারও এক অদ্ভুত পদ্ধতি এটি! তিনি (সা.) তাদের সামনে এটিও সাব্যস্ত করলেন এবং তাদের কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করে দিলেন যে, উট তো একটি (অবুঝ) প্রাণী,*

সেটি যদি এভাবে এগিয়েও যায় তবে কোনো দোষ নেই। এখন এই উটটি তো আমার পক্ষ থেকে উপহার হিসেবে দেওয়া হয়েছে, তাই এটি যদি অন্যান্য বাহনের চেয়ে এগিয়েও যায় তবে এটাই বলা হবে যে, মহানবী (সা.)-এর উপহার দেওয়া উটটি সম্মুখে অগ্রসর হয়ে গেছে।

হযরত জাবের বিন আব্দুল্লাহ্ (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সাথে একটি যুদ্ধে ছিলাম। আমার উট চলার ক্ষেত্রে ধীর হয়ে গিয়েছিল এবং সেটি ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। যখন সেটি ক্লান্ত হয়ে পড়ে তখন মহানবী (সা.) আমার কাছে আসেন এবং বলেন, জাবের! আমি বলি, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করেন, তোমার কী অবস্থা? আমি বলি, উট চলার ক্ষেত্রে ধীর হয়ে গেছে এবং ক্লান্ত হয়ে পড়েছে, তাই আমি পেছনে পড়ে গেছি। তখন তিনি (সা.) বাহন থেকে নেমে সেটিকে অর্থাৎ উটটিকে তার দড়ি ধরে টানতে শুরু করেন। অতঃপর বলেন, আরোহণ করো। তখন আমি আরোহণ করি। আমি দেখলাম, সেটি এতটাই দ্রুতগামী হয়ে গেল যে, মহানবী (সা.)-এর চেয়েও এগিয়ে যেতে লাগল, যার কারণে আমাকে সেটিকে টেনে ধরতে হলো। এরপর মহানবী (সা.) আমাকে জিজ্ঞেস করেন, তুমি কি বিয়ে করেছ? আমি বলি, জি হ্যাঁ। এরপর তিনি (সা.) বলেন, দেখো, তুমি তোমার বাড়িতে পৌঁছানোর কাছাকাছি রয়েছ। যখন পৌঁছবে, তখন বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সাথে কাজ করবে। পরিবারে প্রতি উত্তম আচরণ হওয়া উচিত। তারপর তিনি (সা.) বলেন, তুমি কি তোমার এই উটটি আমার কাছে বিক্রি করবে? আমি বলি, জি হ্যাঁ। তখন তিনি (সা.) আমার কাছ থেকে সেটি এক উকিয়া রুপার বিনিময়ে কিনে নেন। অতঃপর মহানবী (সা.) আমার আগে মদীনায় পৌঁছেন এবং আমি পরের দিন সকালে পৌঁছি। আমরা মসজিদে আসি এবং আমি তাঁকে (সা.) মসজিদের দরজায় পাই। তিনি (সা.) বলেন, এখন পৌঁছলে? আমি বলি, জি হ্যাঁ। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট ছেড়ে দাও এবং মসজিদে গিয়ে দুই রাকআত নামায পড়ো। সুতরাং আমি ভেতরে যাই এবং নামায পড়ি। তিনি (সা.) হযরত বেলাল (রা.)-কে বলেন, তাকে এক উকিয়া রুপা মেপে দাও। হযরত বেলাল (রা.) আমাকে তা মেপে দেন এবং মাপার সময় পাল্লা ঝুঁকিয়ে দেন, অর্থাৎ এর চেয়ে একটু বেশিই দেন। তারপর আমি পিঠ ঘুরিয়ে চলে আসি। তিনি (সা.) বলেন, জাবেরকে আমার কাছে আসার জন্য ডাকো। আমি মনে মনে বলি, এখন তিনি (সা.) আমার উটটি আমাকে ফেরত দেবেন; আর এই ফেরত দেবার চেয়ে অপ্রীতিকর আর কোনো কিছু আমার কাছে ছিল না যে, তিনি (সা.) কিনেছেন আর তা আমাকে ফেরত দেবেন। তিনি (সা.) বলেন, তোমার উট নিয়ে নাও, আর এর মূল্যও তোমারই। অন্য একটি রেওয়ায়েতে এটিও বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত জাবের (রা.) বর্ণনা করেন, এরপরে আমি এক ইহুদির পাশ দিয়ে যাই এবং যখন আমি তাকে এই পুরো ঘটনাটি বলি তখন সে অত্যন্ত আশ্চর্যান্বিত হয়ে বলতে থাকে, তিনি কি মূল্যও ফেরত দিয়েছেন এবং উটটিও তোমাকে দিয়ে দিয়েছেন? আমি বললাম, হ্যাঁ, এমনটিই হয়েছে। তিনি বলেন, মহানবী (সা.)-এর পক্ষ থেকে দেওয়া এই উপহারে এতটাই বরকত হয়েছিল যে, উটটি মহানবী (সা.)-এর যুগ এবং হযরত আবু বকর (রা.)-র যুগ পেরিয়ে হযরত উমর (রা.)-র যুগ পর্যন্ত জীবিত ছিল।

তাঁর (সা.) আদর্শ, তাঁর (সা.) তরবিয়ত এবং তাঁর (সা.) পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তির প্রভাবই সকল সাহাবীর ওপর পড়েছিল। হযরত খাদীজা (রা.)-র ওপরও এই প্রভাব ছিল এবং এই কারণেই তিনি অভাবের কোনো রকম ভয় ছাড়াই নিজের সম্পদ তাঁর (সা.) নিকট সমর্পণ করেছিলেন। বর্ণিত আছে, মহানবী (সা.) হযরত খাদীজা (রা.)-র কাছে আসেন এবং

তিনি (সা.) কিছুটা চিন্তিত ছিলেন। হযরত খাদীজা (রা.) তাঁকে জিজ্ঞেস করেন, কী হয়েছে? তিনি (সা.) বলেন, **এটি দুর্ভিক্ষের সময়। তোমার ব্যাপারে আমার সংকোচ হচ্ছে যে, আমি যদি সম্পদ খরচ করি তবে তোমার সম্পদ শেষ হয়ে যাবে; আর আমি যদি তা খরচ না করি তবে আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করি।** হযরত খাদীজা (রা.) কুরাইশকে ডাকেন এবং তাদের মধ্যে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-ও ছিলেন। হযরত আবু বকর (রা.) বর্ণনা করেন, হযরত খাদীজা (রা.) দীনার বের করেন এবং সেগুলো স্তূপ করে রাখেন, এমনকি সম্পদের আধিক্যের কারণে আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না– আমার সামনে কে বসে আছে? এরপর হযরত খাদীজা (রা.) বলেন, তোমরা সাক্ষী থাকো, এই সমস্ত সম্পদ মহানবী (সা.)-এর। তিনি (সা.) চাইলে তা খরচ করতে পারেন, আর চাইলে তা নিজের কাছে রাখতে পারেন। তিনি (রা.) তাঁর (সা.) দুশ্চিন্তা দূর করার জন্য এটি দিয়ে দিয়েছিলেন যে, ঠিক আছে, আপনি তা খরচ করুন।

হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) কর্তৃক রেওয়ায়েত বর্ণিত হয়েছে যে, এক ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হয় এবং তাঁর (সা.) কাছে কিছু চায়। মহানবী (সা.) বলেন, **এই মুহূর্তে আমার কাছে কিছু নেই। তুমি আমার নাম বলে প্রয়োজনীয় জিনিস কিনে নাও; যখন আমার কাছে কিছু আসবে, তখন আমি তা পরিশোধ করে দেবো।** এতে হযরত উমর (রা.) বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো তাকে আগেই দিয়েছেন; আর যা আপনার সাধ্যাতীত, সেটির জন্য আল্লাহ্ তা'লা আপনাকে দায়ী করেন নি। মহানবী (সা.) হযরত উমর (রা.)-র কথাটি অপছন্দ করেন। তখন আনসারের মধ্য থেকে একজন বলেন, **হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি খরচ করুন আর আরশের অধিপতির পক্ষ থেকে অভাবের ভয় করবেন না।** আনসারীর একথায় মহানবী (সা.) স্মিত হাসেন এবং তাঁর (সা.) চেহারায় আনন্দের ঝিলিক দেখা যায়। অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, **আমাকে এই নির্দেশই দেওয়া হয়েছে।**

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বলতেন, আহলে সুফফা বা সুফফাবাসীরা মুসলমানদের অতিথি হতেন। তাদের (এমন) কোনো বাড়িঘর ছিল না যেখানে গিয়ে তারা বিশ্রাম নিতে পারেন, আর এমন কেউ ছিল না যার কাছে গিয়ে তারা থাকতে পারেন। যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো সদকা আসত তখন তিনি (সা.) তা তাদের কাছে পাঠিয়ে দিতেন, কিন্তু নিজে তা থেকে কিছুই নিতেন না। *এমনিতেও তিনি (সা.) সদকা নিতেন না, কারণ তা তাঁর জন্য হারাম ছিল; সেই সদকা অন্যান্য দরিদ্রদের জন্য ছিল।* আর যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো হাদিয়া বা উপহার আসত, তখন তিনি (সা.) আহলে সুফফাকে ডেকে পাঠাতেন এবং তা থেকে নিজেও কিছু নিতেন *অর্থাৎ উপহার এলে,* আর তা থেকে তাদেরকেও দিতেন।

দানশীলতা ও বদান্যতার পাশাপাশি সহানুভূতি এবং তরবিয়তেরও কীরূপ উন্নত মান ছিল তাঁর (সা.) মাঝে! এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে রয়েছে; হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, একবার এক বেদুইন এসে মহানবী (সা.)-এর কাছে নিজের প্রয়োজন সম্পর্কে সাহায্য প্রার্থনা করে। বর্ণনাকারী হলেন ইকরামা; তিনি বলেন, আমার ধারণা সে 'দিয়াত' বা রক্তপণ প্রদানের ব্যাপারে সাহায্য চাইতে এসেছিল। মহানবী (সা.) তাকে কিছু দান করেন। এরপর তিনি (সা.) বলেন, **আমি কি তোমার সাথে সদাচরণ করেছি?** এর উত্তরে সেই বেদুইন বলে, **না,** আপনি আমার সাথে ভালো ব্যবহার করেন নি। তখন কিছু মুসলমান রাগান্বিত হয়ে তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ার বা তাকে ধরার মনস্থ করে। তখন মহানবী (সা.) তাদেরকে ইশারায় নিবৃত্ত করেন। এরপর মহানবী (সা.) উঠে (নিজের) ঘরে যান এবং সেই

বেদুইনকেও ঘরে ডাকেন। তিনি (সা.) তাকে বলেন, **তুমি আমাদের কাছে এসেছ এবং আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছ আর আমরা তোমাকে দিয়েছি। তারপর তুমি যা বলার তা বলেছ; তুমি জানো যে, তুমি কী বলেছ; আমি নাকি সুবিচার করি নি!** এরপর মহানবী (সা.) তাকে ঘর থেকে আরও কিছু দান করেন। তারপর তিনি (সা.) বলেন, **এখন কি আমি তোমার সাথে সদাচরণ করেছি?** বেদুইন বলে, জি হ্যাঁ। আল্লাহ্ তা’লা আপনার পরিবার ও গোত্রের লোকদের উত্তম প্রতিদান দিন। তখন মহানবী (সা.) তাকে বলেন, **তুমি আমাদের কাছে এসেছিলে এবং আমাদের কাছে সাহায্য চেয়েছিলে, তখন আমরা তোমাকে দিয়েছিলাম; কিন্তু তোমার মনে যা এসেছিল, তুমি না বুঝেই তা বলে ফেলেছ। আর তোমার একথায় আমার সাহাবীদের মনে তোমার সম্পর্কে কিছুটা ক্ষোভ সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই এখন তুমি যখন বাইরে যাবে, তখন তাদের সামনে সেটাই বলবে যা তুমি আমার কাছে বলেছ, যেন তাদের অন্তরে যা রয়েছে তা দূর হয়ে যায়।** *অর্থাৎ সে এবার বলেছিল যে, আপনি সুবিচার করেছেন।* বর্ণনাকারী বলেন, যখন সেই বেদুইন আসে তখন মহানবী (সা.) বলেন, তোমাদের এই সঙ্গী আমাদের কাছে এসেছিল এবং আমাদের কাছে চেয়েছিল, তখন আমরা তাকে দিয়েছিলাম। এরপর তার মনে যা এসেছে সে তা-ই বলেছে। আমরা তাকে ডেকেছি ও আরও দিয়েছি, এবং এখন তার ভাষ্য হলো– সে সন্তুষ্ট হয়ে গেছে। বিষয়টি কি এমনই? সেই বেদুইন উত্তরে বলে, জি হ্যাঁ, **আর আল্লাহ্ আপনার পরিবার ও গোত্রের লোকদের পক্ষ থেকে আপনাকে উত্তম প্রতিদান দান করুন**। হযরত আবু হুরায়রা (রা.) বর্ণনা করেন, তখন মহানবী (সা.) বলেন, **আমার এবং এই বেদুইনের দৃষ্টান্ত হলো সেই ব্যক্তির ন্যায়, যার একটি উষ্ট্রী আছে কিন্তু সেটি ভড়কে গিয়ে পালিয়ে যায়; আর লোকেরা তার পেছনে ছুটতে আরম্ভ করে, যার ফলে উষ্ট্রীটি আরও বেশি ভড়কে যায়। তখন উষ্ট্রীর মালিক বলে, আমাকে ও আমার উষ্ট্রীকে ছেড়ে দাও, কেননা আমি এর সাথে অধিক নম্র আচরণ করতে চাই এবং কীভাবে উষ্ট্রীটি ধরতে হবে– সে সম্পর্কে আমি বেশি জ্ঞান রাখি।** *তোমরা এর পেছনে ছুটলে এটি আরও ভড়কে যাবে।* **এরপর উষ্ট্রীর মালিক সেটির দিকে অগ্রসর হয় এবং এর জন্য কিছু ঘাস নিয়ে একে নিজের কাছে ডাকে,** *হাতে ঘাস নিয়ে উষ্ট্রীর দিকে যায়,* **যেন সেটি তার কাছে আসে এবং এরপর সে এর ওপর জিন চাপিয়ে তাতে আরোহণ করতে পারে।** তিনি (সা.) বলেন, **ঘাস খাওয়ার জন্য (সাধারণত) উষ্ট্রী আসে, সে তা দেখে এগিয়ে আসবে এবং যখন কাছে আসবে তখন সে জিন পরিয়ে দেবে।** অতঃপর তিনি (সা.) বলেন, **আমি যদি সেসময় তোমাদের কথা মেনে নিতাম,** *অর্থাৎ যখন তোমরা বলেছিলে, এই বেদুইনের সাথে কঠোর আচরণ করুন, যখন এই বেদুইন রূঢ় কথা বলেছিল,* **আর আমি যদি তোমাদেরকে তার সাথে কঠোর আচরণ করতে দিতাম, তাহলে সে আগুনে (বা জাহান্নামে) প্রবেশ করত। কিন্তু আমি তাকে রক্ষা করেছি আর এখন সে সন্তুষ্টও হয়ে গেছে।**

এরূপ ছিল তাঁর (সা.) দান করার পদ্ধতি। তিনি (সা.) বাড়িতে নিয়ে যান, বাড়িতে গিয়ে দেন। তিনি বাইরে এনেও দিতে পারতেন; কিন্তু তাকে দেখিয়ে দেন যে, দেখো, আমার বাড়িতেও এমন কোনো ভোগবিলাসের সামগ্রী নেই; কিন্তু যা আছে, তা আমি তোমাকে দিচ্ছি। আর তখন সেই বেদুইনও আশ্বস্ত হয়।

হযরত রুবায়্যি বিনতে মুআওভিয বিন আফরা (রা.) বর্ণনা করেন, আমার পিতা মুআওভিয বিন আফরা (রা.) আমাকে এক সা’ তাজা খেজুর দিয়ে মহানবী (সা.)-এর কাছে পাঠান, যার ওপর ছোটো ছোটো তাজা শসা রাখা ছিল। আর মহানবী (সা.) শসা পছন্দ করতেন। ঠিক সেই সময় মহানবী (সা.)-এর কাছে বাহরাইন থেকে কিছু অলংকার এসেছিল।

তিনি (সা.) সেই অলংকারাদি থেকে এক মুঠো ভরে আমাকে দান করেন। অন্য এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, মহানবী (সা.) আমাকে এক আঁজলা ভরে অলংকার বা স্বর্ণ দান করেন এবং এরপর বলেন, **এটি পরিধান করো**। এটি হলো সর্বোত্তম উপায়ে প্রতিদান দেওয়া। খেজুর ও শসার বিনিময়ে তিনি (সা.) স্বর্ণের অলংকার দান করেন।

হযরত আবু হুরায়রা (রা.) কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.)-এর কাছে যখন এমন কোনো ব্যক্তির জানাযা আসত যিনি ঋণগ্রস্ত, তখন তিনি (সা.) জিজ্ঞেস করতেন, সে তার ঋণ পরিশোধের জন্য কোনো সম্পদ রেখে গেছে কি? লোকেরা যদি বলত– হ্যাঁ, তবে তিনি (সা.) তার জানাযার নামায পড়তেন। অন্যথায় মুসলমানদের বলতেন, তোমরা তোমাদের সঙ্গীর জানাযার নামায পড়ে নাও। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে (সা.) বিজয় দান করেন তখন তিনি (সা.) বলেন, আমি মুসলমানদের কাছে তাদের আত্মীয়স্বজনের চেয়েও বেশি ঘনিষ্ঠ। তাই মু'মিনদের মধ্য থেকে যদি কেউ মৃত্যুবরণ করে এবং ঋণ রেখে যায়, তাহলে তা পরিশোধ করার দায়িত্ব আমার। আর যে ব্যক্তি কোনো সম্পদ রেখে যায়, তা তার উত্তরাধিকারীদের জন্য। *ঋণ থাকলে তা আমি পরিশোধ করব; কিন্তু যদি সে উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদ রেখে যায়, তবে তা উত্তরাধিকারীদের।*

আব্দুল্লাহ্ হওয়ানী (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর মুয়াযযিন হযরত বেলাল (রা.)-র সাথে হালাব নামক স্থানে মিলিত হই। আমি বলি, হে বেলাল! আমাকে বলুন, মহানবী (সা.)-এর ব্যয় সংস্থান কীভাবে হতো? তিনি (রা.) বলেন, তাঁর (সা.) কাছে কিছুই থাকত না, আমিই তাঁর পক্ষ থেকে ব্যবস্থা করতাম। আল্লাহ্ তা'লা যখন তাঁকে (সা.) নবী হিসেবে প্রেরণ করেন, অর্থাৎ আমার বয়আত করার পর থেকে মহানবী (সা.)-এর ইন্তেকাল পর্যন্ত আমিই ব্যবস্থা করতাম। যখন তাঁর (সা.) কাছে কোনো মুসলমান আসত এবং তিনি (সা.) দেখতেন যে, তার কাছে কাপড় নেই, তখন তিনি (সা.) আমাকে নির্দেশ দিতেন; আমি যেতাম এবং ঋণ নিয়ে তার জন্য চাদর ক্রয় করতাম এবং তাকে পরাতাম আর তাকে আহার করাতাম। এমতাবস্থায় মুশরিকদের মধ্য হতে একজন আমার সাথে দেখা করে এবং সে বলে, হে বেলাল! আমার কাছে সম্পদের প্রাচুর্য রয়েছে, তুমি শুধু আমার কাছ থেকেই ঋণ নিও। তারপর আমি এমনটিই করতে থাকি। তিনি (রা.) বলেন, একদিন আমি ওযু করি, এরপর আমি আযান দেবার জন্য দাঁড়াই, তখন সেই মুশরিক ব্যবসায়ীদের একটি দল নিয়ে আসে। সে আমাকে দেখে বলতে আরম্ভ করে, ওহে হাবশী! আমি বলি, জি! সে আমার দিকে ঘৃণার দৃষ্টিতে তাকায় এবং আমাকে কঠোর ভাষায় সম্বোধন করে। সে আমাকে বলতে আরম্ভ করে, তুমি কি জানো তোমার ও মাস শেষ হবার মাঝে আর কত দিন বাকি আছে? *অর্থাৎ, ঋণ নেবার সময় যে চুক্তি হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল, অমুক তারিখের মধ্যে পরিশোধ করে দেবো বা এক মাসের মধ্যে পরিশোধ করে দেবো। তাই সে বলে, তুমি কি জানো আর কত দিন বাকি আছে?* হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি বলি, সেই সময় ঘনিয়ে এসেছে, দিনগুলো প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, আমি তা জানি। তখন সে বলে, তোমার এবং সেই দিনের মাঝে মাত্র চার দিন বাকি আছে। *ঋণ পরিশোধের জন্য যে দিন নির্ধারণ করা হয়েছে, তার আর মাত্র চার দিন অবশিষ্ট আছে।* আর তোমার পরিশোধযোগ্য যে ঋণ রয়েছে, তার কারণে আমি তোমাকে পাকড়াও করব এবং তোমাকে তোমার পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে দেবো, অর্থাৎ তুমি মেষ চরাবে। তিনি বলেন, তখন আমার অবস্থা তা-ই হলো, যা মানুষের অন্তরের হয়ে থাকে। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমার অন্তরে এক বেদনাঘন আবহ সৃষ্টি হয়। আমি এশার নামায আদায় করি। মহানবী (সা.) তাঁর পরিবারের কাছে ফিরে যান।

আমি তাঁর কাছে উপস্থিত হবার অনুমতি চাই। তিনি আমাকে অনুমতি দেন। আমি রাতে মহানবী (সা.)-এর সকাশে উপস্থিত হই। তখন আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত! যে মুশরিক ব্যক্তির কাছ থেকে আমি ঋণ নিতাম, সে আমাকে অমুক অমুক কথা বলেছে। আর আমার পক্ষ থেকে পরিশোধ করার জন্য যা যা দরকার তা আপনার কাছে নেই। *কারণ আপনি বলতেন অমুককে দাও, অমুককে দাও; আমি ঋণ নিয়ে তাদেরকে দিতাম। এখন পরিশোধ করার জন্য আপনার কাছেও কিছু নেই আর আমার কাছেও নেই।* আর সে আমাকে অপমান করতে উদ্যত। অতএব আমাকে অনুমতি দিন, আমি সেসব গোত্রের মধ্য থেকে কোনো এক গোত্রের কাছে চলে যাই যারা ইসলাম গ্রহণ করেছে; আমি সেখানে গিয়ে থাকব, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তা'লা তাঁর রসূল (সা.)-কে এমন কিছু দান করেন, যা দিয়ে আমার পক্ষ থেকে ঋণ পরিশোধ হয়ে যাবে। তিনি বলেন, আমি সেখান থেকে বেরিয়ে অর্থাৎ মহানবী(সা.)-এর নিকট থেকে অনুমতি নিয়ে আমার ঘরে পৌঁছাই। সকাল হতেই বেরিয়ে পড়ার সংকল্প করে আমি আমার তরবারি, থলে, জুতা এবং আমার ঢাল মাথার কাছে রেখে দিই। তিনি বলেন, সকালে এক ব্যক্তি দৌড়াতে দৌড়াতে এসে আমাকে ডেকে বলে, হে বেলাল! মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হও। তিনি বলেন, আমি গেলাম; যখন মহানবী (সা.) আমাকে ডাকেন, তখন সফরে যাবার পরিবর্তে আমি তাঁর সমীপে উপস্থিত হই। আমি মালপত্রে বোঝাই চারটি উট দেখতে পাই। আমি সফরে যাবার অনুমতি চাই এবং বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল! আমি এখন সফরে রওয়ানা হচ্ছি। তখন মহানবী (সা.) আমাকে বলেন, আনন্দিত হও। আল্লাহ্ তা'লা তোমার ঋণ পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিয়েছেন। অতঃপর তিনি বলেন, তুমি কি ওই চারটি বসিয়ে রাখা উট দেখ নি? আমি বলি, অবশ্যই দেখেছি। তিনি বলেন, সেই উটগুলো এবং ওগুলোর ওপর বোঝাই করা যা আছে– সবই তোমার জন্য। *অর্থাৎ ওই উটগুলোও তোমার, আর ওগুলোর ওপর যে সম্পদ আছে তা-ও তোমার।* সেগুলোর ওপর কাপড় এবং খাদ্যশস্য রয়েছে, যা ফিদকের প্রধান আমাকে উপহারস্বরূপ পাঠিয়েছেন। এগুলো নিয়ে নাও এবং তোমার ঋণ পরিশোধ করে দাও। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি তাই করি। এরপর আমি মসজিদে যাই। তখন মহানবী (সা.) মসজিদে অবস্থান করছিলেন। আমি তাঁকে সালাম দিই। তিনি বলেন, যে সমস্যার সম্মুখীন ছিলে, তার কী হলো? আমি বলি, মহানবী (সা.)-এর ওপর যে-সব দেনা ছিল, তার সবই আল্লাহ্ তা'লা পরিশোধ করে দিয়েছেন এবং কোনো দেনা আর অবশিষ্ট নেই। তিনি জিজ্ঞাসা করেন, কিছু কি অবশিষ্ট আছে? আমি বলি, জি হ্যাঁ। তিনি বলেন, দেখো, তুমি আমাকে এই সম্পদ থেকেও অব্যাহতি দাও; *অর্থাৎ যা অবশিষ্ট আছে, তা থেকেও;* তা গরিবদের মাঝে বিলিয়ে দাও। কারণ আমি আমার পরিবারপরিজনের কাছে যাব না, যতক্ষণ তুমি তা বিতরণ করে আমাকে আশ্বস্ত না করবে। মহানবী (সা.) এশার নামায আদায়ের পর আমাকে ডেকে বলেন, যে কাজটি তোমার করার কথা, তা হয়েছে কি? *অর্থাৎ যে অবশিষ্ট সম্পদ ছিল এবং যা বন্টন করে দিতে আমি তোমাকে বলেছিলাম, তার কী হলো?* হযরত বেলাল (রা.) বলেন, আমি নিবেদন করি, আমার কাছে তা নেবার জন্য এখনো কেউ আসে নি, তাই তা এখনো আমার কাছে আগের মতো গচ্ছিত রয়ে গেছে। মহানবী (সা.) সেই রাতটি মসজিদেই কাটান। তিনি বলেন, আচ্ছা, তাহলে আমিও ঘরে যাব না; মসজিদেই অবস্থান করব। পরদিন যখন তিনি এশার নামায আদায়ের পর তিনি (সা.) আমাকে ডেকে বলেন, তোমার কাজটি হলো কি-না? তিনি (রা.) বর্ণনা করেন, আমি নিবেদন করি, হে আল্লাহ্ রসূল (সা.)! সে বিষয়ে আপনি এখন আশ্বস্ত থাকতে পারেন। মহানবী (সা.) আল্লাহ্‌র

শ্রেষ্ঠত্ব ও মহিমা ঘোষণা করেন। অর্থাৎ সম্পদ বণ্টন হয়ে যায়। পাছে সেই সম্পদ তাঁর (সা.) কাছে গচ্ছিত থাকা অবস্থায় তাঁর মৃত্যু এসে যায়– এ ভয়ে তিনি (সা.) শংকিত ছিলেন। হযরত বেলাল (রা.) বলেন, এরপর আমি পেছনে হাঁটতে থাকি যতক্ষণ না তিনি (সা.) তাঁর পবিত্র সহধর্মিণীদের নিকট যান ও প্রত্যেককে সালাম করেন। তিনি (সা.) সে স্থানে পৌঁছে যান যেখানে তাঁর রাত্রি যাপন করার কথা ছিল।

হযরত উম্মে সুমবুলা (রা.) বর্ণনা করেন, আমি মহানবী (সা.)-এর সকাশে একটি উপহার নিয়ে উপস্থিত হই, তখন মহানবী (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীরা তা নিতে অস্বীকৃতি জানান ও বলেন, আমরা উপহার গ্রহণ করি না। মহানবী (সা.)-ও সেখানে উপস্থিত হন এবং বলেন, উম্মে সুমবুলার উপহার গ্রহণ করো, কেননা সে আমার গ্রামের লোক আর আমি তার শহরের লোক। অতঃপর তিনি (সা.) তাকে উপহার হিসেবে পুরো একটি অঞ্চল দিয়ে দেন। অর্থাৎ *সেই উপহারও গ্রহণ করেন ও তাকে উপহারস্বরূপ একটি পুরো অঞ্চল প্রদান করেন। যেভাবে পূর্বেও বর্ণনা করা হয়েছে, তিনি (সা.) সামান্য উপহারের বিনিময়ে অঢেল (উপহার) প্রদান করতেন।*

হযরত ইবনে উমর (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) হযরত যুবায়ের (রা.)-কে যে জায়গা পর্যন্ত তার ঘোড়া পৌঁছাতে পারে তা জায়গিরস্বরূপ দেবার নির্দেশ প্রদান করেন। তিনি বলেন, ঠিক আছে, তোমার ঘোড়া হাঁকাও আর যতদূর পর্যন্ত পৌঁছে তা থেমে যাবে– সেই পুরো জমি তোমার। (বিভিন্ন অঞ্চল) বিজয়ের পর অনেক বিস্তৃর্ণ অঞ্চল হস্তগত হয়েছিল। তিনি তার ঘোড়া হাঁকান, এরপর একটি স্থানে গিয়ে তা থেমে যায়। যখন ঘোড়াটি থেমে যায় তখন তিনি আরও কিছু জায়গা চাচ্ছিলেন, সেটি পাবার জন্য তার হাতের চাবুকটি ছুঁড়ে মারেন। সেটি অনেক দূর গিয়ে পড়ে। তখন মহানবী (সা.) বলেন, তাকে সে পর্যন্ত জমি দিয়ে দাও যেখানে তার চাবুকটি পৌঁছেছে।

হযরত জুবায়ের বিন মুত'ইম (রা.) বর্ণনা করেন, একদা তিনি মহানবী (সা.)-এর সাথে যাচ্ছিলেন। তাঁর (সা.) সাথে আরও অনেক লোকও ছিল। এটি সে সময়কার ঘটনা যখন তিনি (সা.) হুনাইন থেকে ফেরত আসছিলেন। কতিপয় গ্রাম্য লোক পথিমধ্যেই তাঁর পথরোধ করে তাঁর (সা.) কাছে (জোরপূর্বক) সম্পদ চাইতে থাকে। তারা তাঁকে এতটাই জোরাজুরি করতে থাকে যে, তিনি (সা.) একটি বাবলা গাছের দিকে সরে যেতে বাধ্য হন। ফলে তাঁর চাদর (বাবলা) গাছে আটকে যায় ও তিনি (সা.) দাঁড়িয়ে যান। আর কোনো কোনো রেওয়ায়েত অনুসারে, যখন চাদর আটকে যায় তখন তারা তা টানতে থাকে, ফলে তাঁর (সা.) গলায় দাগও পড়ে যায়। তিনি (সা.) বলেন, আমার চাদর দিয়ে দাও। আমার কাছে যদি এই গাছের কাঁটার মতো সংখ্যায় অর্থসম্পদও থাকত, আমি নিঃসন্দেহে তা তোমাদের মাঝে বণ্টন করে দিতাম এবং তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ, মিথ্যাবাদী ও ভীতু দেখতে পেতে না।

এ ঘটনাটি বর্ণনা করে হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) লেখেন, মক্কা বিজয় ও হুনাইনের যুদ্ধ শেষে সে-সমস্ত সম্পদ যা পরাজিত শত্রুদের জরিমানা থেকে লব্ধ ও যুদ্ধক্ষেত্রে তাদের রেখে যাওয়া জিনিসপত্রগুলোর মাধ্যমে একত্রিত হয়েছিল, তা নিয়মানুযায়ী মহানবী (সা.)-এর ইসলামী সৈন্যদলের মাঝে বণ্টন করার কথা ছিল; কিন্তু এক্ষেত্রে তিনি (সা.) সে সম্পদসমূহ মুসলমানদের মাঝে বণ্টন করার পরিবর্তে মক্কাবাসী ও আশপাশের লোকদেরকে বণ্টন করে দেন। তাদের হৃদয়ে তখনো ঈমান দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অনেকে তো তখনো অবিশ্বাসী ছিল; আর যারা মুসলমান ছিল, তারাও সবে ইসলাম গ্রহণ করেছিল। এটি তাদের

জন্য পুরোপুরি নতুন বিষয় ছিল যে, একটি জাতি তাদের (লব্ধ) সম্পদ অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দিচ্ছে। এ সম্পদ বিতরণের ফলে তাদের হৃদয়ে পুণ্য ও খোদাভীতি সৃষ্টি হবার পরিবর্তে লোভ আরও বেড়ে যায়। তারা মহানবী (সা.)-এর চতুর্দিকে ভিড় করে এবং আরও দাবিদাওয়া করে তাঁকে বিরক্ত করতে আরম্ভ করল। এমনকি তারা ধাক্কাতে ধাক্কাতে তাঁকে একটি বৃক্ষ পর্যন্ত নিয়ে যায় এবং একজন তো তাঁর কাঁধে থাকা চাদরটি ধরে এমনভাবে মোচড়াতে শুরু করে, যার ফলে তাঁর নিশ্বাস বন্ধ হবার উপক্রম হয়। তিনি (সা.) বলেন, হে লোকেরা! আমার কাছে যদি আরও কিছু থাকত তাহলে আমি তা-ও তোমাদের দিয়ে দিতাম, আর তোমরা আমাকে কখনো কৃপণ অথবা ভীরু প্রকৃতির পাবে না। এরপর তিনি (সা.) তাঁর উটনীর কাছে যান এবং সেটির একটি পশম ছিঁড়ে সেটিকে উঁচু করে ধরে বলেন, হে লোকেরা! তোমাদের ধনসম্পদের মধ্য থেকে আমার এই চুল পরিমাণেরও প্রয়োজন নেই, কেবলমাত্র সেই খুমস বা পঞ্চমাংশ ব্যতীত যা আরবের বিধান অনুযায়ী রাষ্ট্রের প্রাপ্য। আর সেই পঞ্চমাংশও আমি নিজের জন্য ব্যয় করি না, বরং সেটাও তোমাদের প্রয়োজনেই ব্যয় করা হয়। স্মরণ রেখো, খিয়ানতকারী বা বিশ্বাসঘাতক কিয়ামত দিবসে আল্লাহ্‌র দরবারে এই খিয়ানতের কারণে লাঞ্ছিত হবে।

তিনি (রা.) এই ঘটনা বর্ণনা করে নিজের মতামত ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, লোকেরা বলে– মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) রাজত্বের জন্য লালায়িত ছিলেন! বাদশা ও সাধারণ মানুষের সম্পর্ক কি এমনই হয়ে থাকে? কারো কি ক্ষমতা আছে যে, বাদশাকে এভাবে ধাক্কাতে ধাক্কাতে নিয়ে যাবে এবং তাঁর গলায় চাদর পেঁচিয়ে সেটিকে হ্যাঁচকা টান দেবে? আল্লাহ্‌র রসূলগণ ব্যতীত এই আদর্শ আর কে দেখাতে পারে?

তিনি (সা.) তাবূকের যুদ্ধে একটি খুবই সুন্দর ঘোড়া লাভ করেন। সেটির আওয়াজ তাঁর খুব ভালো লাগত। তাঁর কাছে একজন আনসারী সাহাবী বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি এই ঘোড়াটি আমাকে দিয়ে দিন। মহানবী (সা.) বলেন, এটি তোমার। হযরত আয়েশা (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) নিজের অন্তিম অসুস্থতার সময় বলেন, হে আয়েশা! স্বর্ণের কী হলো? তিনি স্বর্ণের পাঁচ অথবা সাত অথবা আট-নয়টি মুদ্রা তাঁর (সা.) সমীপে নিয়ে আসেন, যেগুলো ঘরে রাখা ছিল। তিনি (সা.) সেগুলো নিজের হাত দিয়ে নেড়েচেড়ে বলেন, মুহাম্মদ (সা.) আল্লাহ্ তা'লাকে কীভাবে মুখ দেখাবে যে, সে আল্লাহ্‌র সাথে সাক্ষাৎ করছে অথচ এই স্বর্ণ তার কাছে রয়েছে? হে আয়েশা (রা.)! এগুলো খরচ করে ফেলো, অর্থাৎ বণ্টন করে দাও।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, মহানবী (সা.) একবার নিজের বাড়িতে এসে জিজ্ঞেস করেন, আমাদের ঘরে কী আছে? আয়েশা (রা.) দুটি আশরাফি বা স্বর্ণমুদ্রা বের করে দেন আর বলেন, এগুলোই আছে। মহানবী (সা.) সেগুলো হাতের তালুতে রেখে বলেন, সে নবীর অবস্থা কেমন হবে যে নিজের অবর্তমানে দুটি স্বর্ণমুদ্রা রেখে যায়? অতঃপর তখনই তা বণ্টন করে দেন।

হুনাইনের মালে গনিমত বা যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বিবরণে বর্ণিত হয়েছে, ছয় হাজার ক্রীতদাস ও ক্রীতদাসী এই যুদ্ধে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ হিসেবে অর্জিত হয়। কোনো কোনো রেওয়ায়েতে এই সংখ্যা আট হাজারও বর্ণিত হয়েছে। চব্বিশ হাজার উট, চল্লিশ হাজারের বেশি ভেড়া-ছাগল এবং চার হাজার উকিয়া রুপা যা প্রায় চারশ নব্বই কিলোগ্রাম হয়। এক উকিয়া সাড়ে দশ তোলার সমপরিমাণ হয়ে থাকে। মহানবী (সা.) মানুষের মনস্তুষ্টির মাধ্যমে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টন করার সূচনা করেন। তারা আরবের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিবর্গ ছিলেন আর

নিজ নিজ গোত্রে সম্মান ও মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। তিনি তাদের সাথে সুসম্পর্ক গড়ে তোলার জন্য উপহার দেন। তিনি (সা.) তাদের মাঝে কাউকে একশ উট, কাউকে পঞ্চাশটি উট দেন; রুপা ও ক্রীতদাস এর বাইরে ছিল। আবু সুফিয়ান বিন হারবকে একশটি উট দেন। আবু সুফিয়ান যখন মহানবী (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হন তখন তাঁর (সা.) সামনে রুপার একটি স্তূপ দেখে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি তো আজ কুরাইশের মধ্যে সবচেয়ে সম্পদশালী হয়ে গেছেন। একথা শুনে তিনি (সা.) মুচকি হাসেন এবং আবু সুফিয়ানকে চল্লিশ উকিয়া রুপা ও একশটি উট প্রদান করেন। আবু সুফিয়ান তখন বলেন, আমার ছেলে ইয়াযীদকেও কিছু দান করুন। তখন তিনি (সা.) তাকেও চল্লিশ উকিয়া রুপা ও একশটি উট দেবার নির্দেশ দেন। *এখানে যে ইয়াযীদের কথা বলা হচ্ছে তিনি আবু সুফিয়ানের ছেলে। তিনি সেই কুখ্যাত ইয়াযীদ নন, যার কথা সাধারণত বলা হয়। সেই ইয়াযীদ ছিল আবু সুফিয়ানের পৌত্র অর্থাৎ হযরত মুয়াবিয়ার পুত্র ছিল।* যাহোক, আবু সুফিয়ান বলেন, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আমার আরেক পুত্র মুয়াবিয়াকেও কিছু দান করুন। তখন তিনি (সা.) তাকেও চল্লিশ উকিয়া রুপা ও একশটি উট দেবার নির্দেশ দেন। এতে আবু সুফিয়ান বলেন, আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য নিবেদিত! আপনি অত্যন্ত মহান। আমি আপনার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছি, আর আপনি কত-না উত্তম যোদ্ধা! এরপর আমি আপনার সঙ্গে সন্ধি করেছি, আর আপনি কত-না উত্তম সন্ধিকারী! আল্লাহ্ আপনাকে সর্বোত্তম প্রতিদান দিন।

তাঁর (সা.) দান ও অনুগ্রহে ধন্য ব্যক্তিদের মধ্যে মক্কার অন্যতম নেতা সাফওয়ান বিন উমাইয়াও ছিলেন। ইনি সেই সাফওয়ান, যার কাছ থেকে মহানবী (সা.) হুনাইনের যুদ্ধে ব্যবহারের জন্য বর্ম ও অস্ত্রশস্ত্র ধার নিয়েছিলেন, আর তিনি মুশরিক অবস্থায়ই হুনাইনের যুদ্ধে অংশ নিয়েছিলেন। কিন্তু এই যুদ্ধেই তাঁর হৃদয়ের অবস্থার পরিবর্তন আরম্ভ হয়। যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বণ্টনের সময় মহানবী (সা.) তাকে একশটি উট প্রদান করেন। আর সহীহ্ মুসলিমের রেওয়ায়েত অনুযায়ী তিনি (সা.) তাকে তিনশ উট প্রদান করেছিলেন। অপর এক রেওয়ায়েতে রয়েছে, সেই দিনগুলোতেই মহানবী (সা.) এমন একটি উপত্যকা পার হচ্ছিলেন যেখানে গনিমতের উট ও ছাগল ছিল এবং সেই উপত্যকা উট ও ছাগপালে পরিপূর্ণ ছিল। সাফওয়ান বিস্ময়ের সঙ্গে সেই বিপুল সম্পদ দেখছিলেন। মহানবী (সা.) তখন তাকে বলেন, হে আবু ওয়াহাব! *এটি ছিল সাফওয়ানের ডাকনাম।* এই উপত্যকা কি তোমাকে বিস্মিত করেছে? তিনি বলেন, জি হ্যাঁ। মহানবী (সা.) তখন বলেন, এই সমস্ত সম্পদ তোমার। তুমি এগুলো নিয়ে নাও। সাফওয়ান অবলীলায় বলে ওঠেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আপনি আল্লাহ্‌র রসূল। কারণ এমন দান কেবল একজন নবীই করতে পারেন।

অন্য আরেক রেওয়ায়েত মতে সাফওয়ান বিন উমাইয়া স্বয়ং বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) আমাকে হুনাইনের যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে এত পরিমাণ দান করতে থাকেন যে, পূর্বে তিনি আমার কাছে সৃষ্টিকুলের মধ্যে সবচেয়ে অপছন্দনীয় ব্যক্তি ছিলেন, কিন্তু পরে তিনিই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় ব্যক্তি হয়ে যান। মোটকথা, তিনি আরবের বিভিন্ন নেতাকে দান করতে থাকেন। তাদের সংখ্যা পঞ্চাশেরও বেশি বলে বর্ণিত হয়।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) বর্ণনা করেন, একবার মহানবী (সা.)-এর কাছে বিপুলসংখ্যক ভেড়া-ছাগল ছিল। একজন কাফির বলে, আপনার কাছে এত ভেড়া-ছাগল মজুদ রয়েছে যা রোম ও পারস্য সম্রাটের কাছেও নেই। তখন তিনি সবকিছুই তাকে দিয়ে দেন। সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ ঈমান আনে এবং বলে, একজন নবী ছাড়া আর কেউ এমন মহান

উদারতা প্রদর্শন করতে পারে না। এরপর মহানবী (সা.) হযরত যায়েদ বিন সাবিত (রা.)-কে অবশিষ্ট লোকদের ডেকে আনার নির্দেশ দেন এবং অবশিষ্ট যুদ্ধলব্ধ সম্পদ তাদের মধ্যে বণ্টন করে দেন। প্রত্যেকের ভাগে চারটি উট অথবা চল্লিশটি ছাগল পড়েছিল। সে সময় পর্যন্ত অর্জিত সর্বাধিক যুদ্ধলব্ধ সম্পদ সম্পূর্ণরূপে মানুষের মাঝে বণ্টন করে দেন। মহানবী (সা.)-এর জীবনচরিতের এই দিকটি বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য যে, বিরোধীরা তাঁর বিরুদ্ধে এবং তাঁর (সা.) যুদ্ধ সম্পর্কে অভিযোগ উত্থাপন করে বলে, মুসলমানরা দরিদ্র ছিল এবং ধনসম্পদ থেকে বঞ্চিত ছিল; এ কারণেই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয়েছিল। এ কথায় যদি বিন্দুমাত্র সত্যতাও থাকত, তাহলে হুনাইনের যুদ্ধের যুদ্ধলব্ধ সম্পদের বণ্টন ভিন্নভাবে হতো। কিন্তু এখানে আমরা দেখতে পাই, যুদ্ধলব্ধ সম্পদের একটি বড়ো অংশ অমুসলিমদের মন জয় করার নিমিত্তে দান করা হয়েছিল। কুরাইশ নেতাদেরও দেওয়া হয়েছে। বরং কোনো কোনো বর্ণনা অনুযায়ী সমস্ত সম্পদই অন্যদের মাঝে বণ্টন করে দেওয়া হয়েছিল। যদিও এর পেছনে আরও কিছু প্রজ্ঞা ও কল্যাণকর উদ্দেশ্য থেকে থাকবে, তবে এটি তো জগদ্বাসী দেখেছে যে, তিনি (সা.) নিজের জন্য কিছুই রাখেন নি। এমনকি তাঁর নিবেদিতপ্রাণ ও বিশ্বস্ত সাথিদের, অর্থাৎ মদীনার আনসারকেও এই যুদ্ধলব্ধ সম্পদ থেকে কিছুই দেন নি বা অতি সামান্যই দান করেছেন। হুনাইনের যুদ্ধের দিন একজন মহিলা আসেন এবং কয়েকটি পঙ্ক্তি পাঠ করেন, যেখানে তিনি হাওয়াযিন গোত্রে তাঁর (সা.) দুধপান করার দিনগুলোর স্মৃতিচারণ করেন। তখন তিনি (সা.) হাওয়াযিনের কাছ থেকে অর্জিত যুদ্ধলব্ধ সম্পদ ফিরিয়ে দেন এবং তাদের আরও অধিক দান করেন। এমনকি তিনি তাদের যা দিয়েছিলেন এর মূল্য নির্ধারণ করা হলে তা পাঁচ লক্ষ দিরহামের সমপরিমাণ ছিল। ইবনে দিহইয়া বলেন, এটি দানশীলতার চূড়ান্ত পর্যায় ছিল; এমন দানশীলতার কথা কখনো শোনা যায় নি।

যখন হাওয়াযিনের প্রতিনিধিরা মুসলমান হয়ে মহানবী (সা.)-এর নিকট আসে এবং তারা তাদের সম্পদ ও বন্দিদের ফিরিয়ে দেবার অনুরোধ করে, তখন মহানবী (সা.) দাঁড়িয়ে বলেন, সত্য কথা আমার কাছে খুবই প্রিয়। দুটি বিষয়ের মাঝ থেকে যে-কোনো একটি বেছে নাও; হয় বন্দিদের ফিরিয়ে নাও, নতুবা সম্পদ। আমি তো তোমাদের জন্য জিরানায় অপেক্ষা করেছিলাম। আর প্রকৃত অর্থেই তিনি (সা.) তায়েফ থেকে ফেরার পর দশ রাতেরও বেশি সময় জিরানায় তাদের জন্য অপেক্ষা করেন, যেন তারা এসে তাদের সম্পদ ও বন্দিদের দাবি করতে পারে।

যখন তারা ভালোভাবে বুঝতে পারে যে, মহানবী (সা.) দুটির একটিই ফেরত দেবেন এর বেশি দেবেন না, তখন তারা বলে, তাহলে আমরা আমাদের বন্দিদের নেব। তখন মহানবী (সা.) মুসলমানদের সামনে দাঁড়িয়ে আল্লাহ্ তা'লার যথোপযুক্ত গুণকীর্তন করেন; এরপর তিনি বলেন, তোমাদের এই ভাইয়েরা তওবা করে আমাদের কাছে এসেছে। আর আমি সঙ্গত মনে করছি যে, তাদের বন্দিদের তাদের কাছে ফিরিয়ে দেবো। সুতরাং তোমাদের মধ্যে যে স্বেচ্ছায় ফিরিয়ে দিতে চায়, সে দিয়ে দিক। আর তোমাদের মধ্যে যে নিজের প্রাপ্য বিষয়ে অটল থাকতে চায়, সে-ও ফিরিয়ে দিক; আল্লাহ্ পরবর্তীতে আমাদের যে যুদ্ধলব্ধ সম্পদ দেবেন, তা থেকে আমরা তার প্রাপ্য পরিশোধ করে দেবো। লোকেরা বলে, মহানবী (সা.)-এর সন্তুষ্টির জন্য আমরা স্বেচ্ছায় এই বন্দিদের ছেড়ে দিচ্ছি, আমাদের কোনো অংশের প্রয়োজন নেই। মহানবী (সা.) বলেন, আমরা জানি না, তোমাদের মধ্যে কে অনুমতি দিয়েছে আর কে দেয় নি। তোমরা ফিরে যাও এবং তোমাদের নেতারা তোমাদের সিদ্ধান্ত আমাদের সামনে উপস্থাপন করুক। এতে লোকেরা ফিরে যায়। এখানে তিনি (সা.) অত্যন্ত সতর্কতা

অবলম্বন করে বলেন, তোমাদের নেতাদের পাঠাও; তাদের মাধ্যমে জানাও যে, তোমরা সত্যিই বন্দিদের ফিরিয়ে দিচ্ছ। তখন তাদের নেতারা তাদের সাথে কথা বলেন এবং পরে মহানবী (সা.)-এর কাছে ফিরে এসে জানান, সকলে স্বেচ্ছায় রাজি হয়েছে এবং বন্দিদের ফিরিয়ে দেবার অনুমতি দিয়েছে। আর এভাবে তিনি (সা.) কোনো ধরনের মুক্তিপণ ছাড়াই হাওয়াযিনের বন্দিদের মুক্ত করে দেন। আর তাদের শুধু মুক্তই করেন নি বরং তাদের নতুন পোশাকও প্রদান করেন। পোশাক ক্রয়ের জন্য তিনি (সা.) একজন সাহাবীকে বিশেষভাবে মক্কায় পাঠান এবং তাকিদপূর্ণ নির্দেশ প্রদান করেন যে, فَلَا يَخْرُجُ الْحُرُّ مِنْهُم إِلَّا كَاسِيًا অর্থাৎ, তাদের মধ্য থেকে কোনো মুক্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তি যেন পোশাক ছাড়া না যায়।

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রা.) রেওয়ায়েত বর্ণনা করেন যে, হুনাইনের যুদ্ধের দিন লোকেরা তাঁর (সা.) কাছে এসে চাইতে থাকে এবং তিনি (সা.) তাদেরকে তাঁর ছাগল, ভেড়া এবং উটের মধ্য থেকে দান করতে থাকেন, এমনকি কোনো কিছু অবশিষ্ট রাখেন নি। অতঃপর মহানবী (সা.) বলেন, তোমরা কী চাও? তোমরা কি চাও আমি কৃপণ হয়ে যাব? আল্লাহ্‌র কসম! আমি কৃপণ নই, আমি ভীরুও নই এবং আমি মিথ্যুকও নই।

এই প্রেক্ষাপটে আমরা এটিও দেখতে পাই যে, তাঁর (সা.) উদারতা ও দানশীলতাও অনুপযুক্ত স্থানে হতো না। এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, তিনি (সা.) যাচনাকারীদেরকে দান করতেন এবং কখনো বারণ করতেন না। কিন্তু কখনো কখনো তিনি (সা.) যাচনাকারীদেরকে বিচক্ষণতার সাথে বারণও করেছেন এবং এর পেছনে অনেক কল্যাণকর উদ্দেশ্য নিহিত থাকত। দৃষ্টান্তস্বরূপ, একদা তিনি (সা.) মানুষের মাঝে ধনসম্পদ বিতরণ করছিলেন এবং মানুষজনকে দান করে যাচ্ছিলেন আর এক ব্যক্তিকে উপেক্ষা করছিলেন, আর তাকে কিছুই দেন নি। হযরত সা'দ বিন ওয়াক্কাস বর্ণনা করেন, সেই ব্যক্তি অন্যদের তুলনায় আমার বেশি পছন্দের ছিল। আমি চেয়েছিলাম– অন্যদের বাদ দিয়ে হলেও সে যেন পায়। এ জন্য আমি বলি, হে আল্লাহ্‌র রসূল (সা.)! আপনি অমুককে কেন বাদ দিয়েছেন? আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মু'মিন মনে করি। মহানবী (সা.) বলেন, অথবা মুসলিম। হযরত সা'দ বলেন, আমি তখন কিছুক্ষণ চুপ থাকি। তারপর আমি তার সম্পর্কে যা কিছু জানতাম তা আমাকে আবারও কথা বলতে বাধ্য করে এবং আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করি আর নিবেদন করি, আপনি অমুককে বাদ দিয়েছেন। আল্লাহ্‌র কসম! আমি তো তাকে মু'মিনই মনে করি। তিনি (সা.) বলেন, অথবা মুসলিম। অতঃপর আমি তার সম্পর্কে যা কিছু জানতাম তা আমাকে আবারো বলতে বাধ্য করে এবং আমি আমার কথার পুনরাবৃত্তি করি আর মহানবী (সা.) সেই জবাবই দেন। এরপর মহানবী (সা.) বলেন, হে সা'দ! আমি কোনো এক ব্যক্তিকে এই আশায় দান করি যেন আল্লাহ্ তাকে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ না করেন, যদিওবা অন্য ব্যক্তি আমার কাছে তার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়। তুমি ঠিক বলেছ, কিন্তু এর পেছনে আরও অনেক প্রজ্ঞাপূর্ণ কারণ রয়েছে। সেই কারণেই আমি দান করি যেন তাদের ঈমান একটু হলেও দৃঢ় হয়। কতক ব্যক্তি উপঢৌকন বা পার্থিব সুবিধা ভোগের পরই নিজের ঈমানে দৃঢ় হয়, যেভাবে অনেক উদাহরণ পূর্বে উপস্থাপন করা হয়েছে।

হযরত যয়নুল আবেদীন সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রা.) এর ব্যাখ্যায় লিখেছেন, 'মু'মিনান আও মুসলিমান' (অর্থাৎ মু'মিন অথবা মুসলিম) বিষয়ে ইমাম বুখারী এখানে যে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন, এর মাধ্যমে তিনি ঈমান এবং ইসলামের মধ্যকার প্রকৃত পার্থক্য স্পষ্ট করেছেন। অর্থাৎ, ঈমান হলো অভ্যন্তরীণ অবস্থার নাম আর ইসলামের সম্পর্ক

হলো বাহ্যিকতার সাথে। এজন্য মহানবী (সা.) শিষ্টাচার শিখিয়েছেন যে, কারো সম্পর্কে নিজের মতামত প্রকাশ করার ক্ষেত্রে সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত। অন্তরের জ্ঞান নিশ্চিতভাবে আল্লাহ্ তা'লাই রাখেন। যে সাহাবীকে তিনি (সা.) দান করা অনুপযুক্ত মনে করেছিলেন তিনি ছিলেন হযরত জুআইল বিন সুরাকা, যিনি একজন নিষ্ঠাবান মুহাজির সাহাবী ছিলেন। মহানবী (সা.)-ও তাকে ভালোবাসতেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও তিনি (সা.) হযরত সা'দ (রা.)-র বার বার জোর দেবার কারণে তাকে এই শিষ্টাচার শিখিয়েছেন এবং সেই পার্থক্যটি বজায় রাখার শিক্ষা দিয়েছেন যা প্রকৃতপক্ষে ঈমান এবং ইসলামের মাঝে রয়েছে। এই ঘটনা থেকে জানা যায়, মহানবী (সা.) দুর্বল লোকদের খেয়াল রাখার শিক্ষাও দিয়েছেন; এমন যেন না হয় যে, সে তার দুর্বলতার কারণে হোঁচট খায়। একটি দুর্বল চারাগাছের যেভাবে যত্ন নেওয়া প্রয়োজন হয়, একটি বড়ো বৃক্ষের ততটা যত্নের প্রয়োজন হয় না। মহানবী (সা.) মানুষের ঈমানকে হোঁচট খাওয়া থেকে রক্ষা করার জন্য অতি সামান্য বিষয়ের প্রতিও লক্ষ্য রাখতেন। এ ব্যাপারে কিছু অজ্ঞ লোক অত্যন্ত ভুল কার্যপদ্ধতি অবলম্বন করে থাকে। একজন হোঁচট খাওয়া ব্যক্তিকে এমন সকল বিষয় থেকে রক্ষার পরিবর্তে– যা হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়– তারা নিজেরাই তার হোঁচট খাওয়ার কারণ হয়ে যায়। আর সহানুভূতিসুলভ আচরণ করার পরিবর্তে সেই দুর্বলদের ঈমানের ওপর প্রকাশ্য আক্রমণ করে বসে। এটি কতক লোকের অভ্যাস হয়ে থাকে। আর এভাবে তারা তাদেরকে আরও দূরে সরিয়ে দেয়, দুর্বল ঈমানের অধিকারীরা আরও বেশি পিছিয়ে পড়ে। সুতরাং এই বিষয়টি আমাদের মনে রাখা উচিত। মহানবী (সা.) এই বিষয়ে এতটাই সতর্ক ছিলেন যে, তিনি অন্যদের সামনে কারো ঈমানের বিশেষভাবে প্রশংসা করতেও নিষেধ করতেন। শুধু এই কারণে নয় যে, কখনো কখনো সামনাসামনি প্রশংসা করা প্রশংসিত ব্যক্তির জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে থাকে; বরং এই কারণেও যে, কখনো কখনো একটি বিষয়ের সাথে অন্য একটি বিষয়ের তুলনা করতে গিয়ে অপর ব্যক্তির ঈমান ও আচরণের ওপরও আক্রমণ করা হয়।

তিনি (সা.) এই একটি ঘটনার মাধ্যমে চারটি বিষয়ে শিক্ষা দিয়েছেন। শাহ্ সাহেব লিখেছেন, এই চারটি বিষয় হলো- ইসলাম ও ঈমানের মধ্যে পার্থক্য, অর্থাৎ ইসলাম গ্রহণ করা এবং ঈমান আনয়ন করার মাঝে পার্থক্য কী? একটি হলো বাহ্যিক বিষয় আর অন্যটি অন্তরের বিষয়। দ্বিতীয়ত, শব্দ যথাস্থানে ব্যবহার করা; অর্থাৎ কোন পরিস্থিতিতে কোন শব্দটি ব্যবহার করতে হবে। তৃতীয়ত, বিধর্মীদের প্রতি যত্নবান হওয়া; অর্থাৎ মনস্তুষ্টির দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা যে, কার দ্বারা কারো কী উপকার হচ্ছে। চতুর্থত, বিনা চিন্তাভাবনায় এমনভাবে কারো প্রশংসা না করা, যার ফলে অন্যের ঈমান বা আচরণের ওপর আক্রমণ করা হয়। মহানবী (সা.)-এর জীবনের প্রতিটি ঘটনাই প্রজ্ঞা ও সংশোধনের ধনভাণ্ডার।

হযরত আকদাস মসীহ্ মওউদ (আ.) মহানবী (সা.)-এর উন্নত নৈতিক চরিত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে বলেন, তাঁর (সা.) মাঝে পরম পর্যায়ের ভারসাম্য ছিল এবং প্রতিটি নৈতিক চরিত্র যথাস্থানে প্রকাশিত হতো। আর সেসব মহৎ চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে মহানবী (সা.)-এর উদারতাও যথাস্থানে ছিল, অর্থাৎ পরিবেশ-পরিস্থিতির সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল; আর আত্মত্যাগও যথাস্থানে ছিল এবং দয়াও যথাস্থানে ছিল।

মহানবী (সা.)-এর উদারতা ও বদান্যতার অগণিত দৃষ্টান্ত রয়েছে। এগুলোর মাঝেই আমরা তাঁর (সা.) চরিত্রের অন্যান্য দিকও দেখতে পাই। যাহোক, যেভাবে তাঁর শিক্ষামালা ভারসাম্যপূর্ণ, তেমনিভাবে তাঁর প্রতিটি কাজও ছিল ভারসাম্যপূর্ণ। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরও তাঁর জীবনচরিতের প্রতিটি দিক নিয়ে চিন্তা করার এবং তদনুযায়ী আমল করার তৌফিক দান

করুন। মহানবী (সা.)-এর আদর্শ অনুসরণ করে আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অনুযায়ী আমাদের জীবন পরিচালনা করতে পারি। (আমীন)

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)